ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অভিষেক অভিসার থেকে দূরেই যাচ্ছেন ঐশ্বরিয়া?

পৃঃ ৫

পাকিস্তানে এসে বিদেশি কোচরা লাড্ডু খাইয়ে বোকা বানাচ্ছে : ওয়াসিম আকরাম

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৩২ ● কলকাতা ● ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

প্রতিশ্রুতি রাখলেন অভিষেক, ৭০ হাজার প্রবীণকে

বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার কাজ শুরু হল

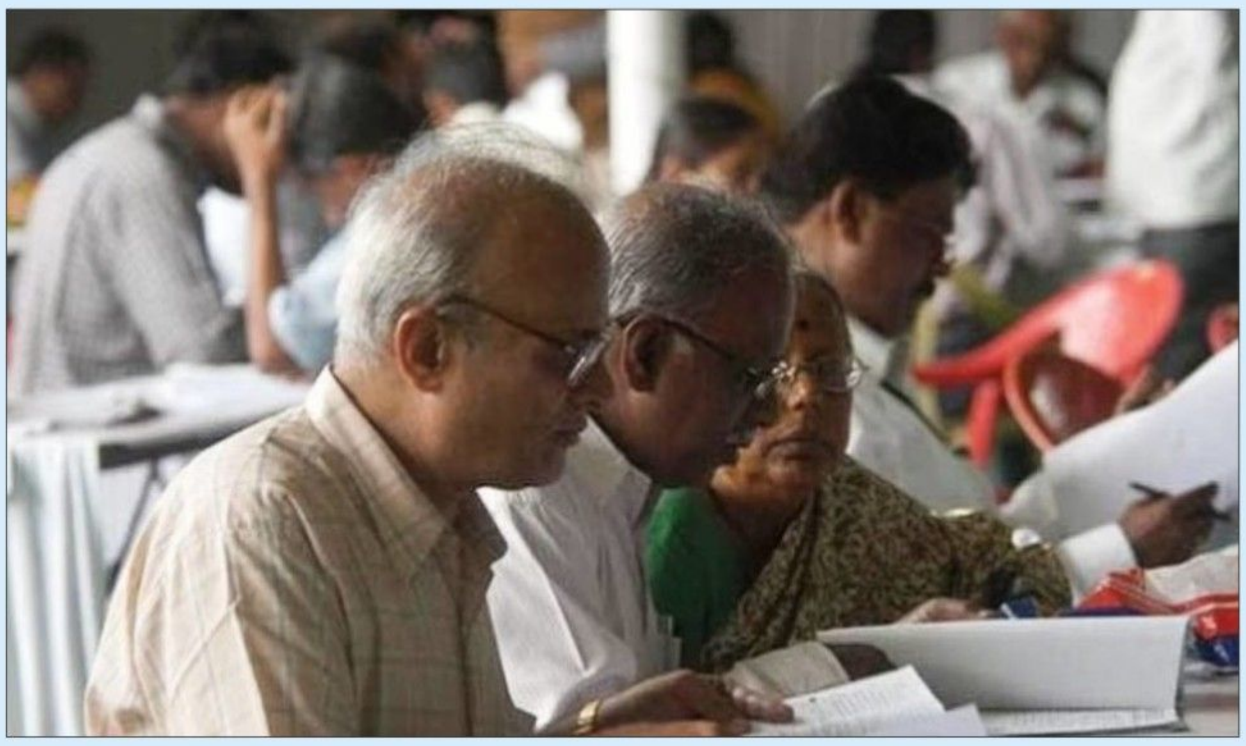

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে বেশ কয়েক মাস হল। তবে অ্যাকাউন্টে ঢুকছিল না বার্ধক্য ভাতার টাকা। প্রশাসনিক গেরোয় এতদিন আটকেই ছিল রাজ্যের বৃদ্ধ বৃদ্ধদের মাসোহারার টাকা। তবে এবার সেই জট কাটতে চলেছে বলে খবর। আজ বৃহস্পতিবার থেকেই সেই টাকা দেওয়ার কাজ শুরু হচেছ। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের লোকসভা কেন্দ্রে আলাদা করে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করার ঘটনায় বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বিজেপির তরফে এই ঘটনাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বের চিত্র বলে দাবি করা হয়েছিল। এছাড়া লোকসভা নির্বাচনের আগে টাকা বিলি করে ভোট কিনতে চাওয়ার অভিযোগেও সাংসদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল দল। তবে বিতর্ক সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি পূরণের কাজ শুরু করে দিলেন অভিষেক। তবে তা রাজ্যজুড়ে সমস্ত আবেদনকারীর জন্য নয় বলে জানা যাচ্ছে।

সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আবেদন কারীরাই এই টাকা পেতে চলেছেন। ওই লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি মতো এলাকার ৭০ হাজার বৃদ্ধ-বৃদ্ধার অ্যাকাউন্টে খুব শিগগিরইই বার্ধক্য ভাতার টাকা ঢুকতে চলেছে বলে জানা যাচ্ছে। তার জন্য আজ থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ক্যাম্প।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগেই নিজের লোকসভা কেন্দ্রে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আবেদন করেও যাঁরা বার্ধক্য

এরপর ৩ পাতায়

কাতারে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত

প্রাক্তন ৮ নৌসেনার সঙ্গে সাক্ষাত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : ইজরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের সাজা নিয়ে কাতারের জেলে বন্দি প্রাক্তন ৮ নৌসেনার সঙ্গে দেখা করেছেন ভারতের রাষ্ট্রদূত। গত ৩ ডিসেম্বর তিনি সাক্ষাত করেছেন বলে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী।গত ২৬ অক্টোবর ইজরায়েলের হয়ে গুপ্তচরগিরির দায়ে ধৃত প্রাক্তন নৌসেনা আধিকারিককে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনায় কাতারের এক আদালত। নৌসেনার প্রাক্তন ৮ আধিকারিকের ফাঁসির সাজার কথা জানতে পেরেই ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি এক বিবৃতি দেওয়া দেওয়া হয়। সাজা পুনর্বিবেচনার জন্য কাতারের শীর্ষ কর্তৃপক্ষের কাছেও আবেদন জানানো হয়। যদিও ইজরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ ওঠায় ভারতের প্রাক্তন নৌসেনা আধিকারিকদের মৃত্যুদণ্ড রদের সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছেন কূটনীতিবিদরা।কূটনৈতিক সহায়তা দিতেই ওই আট নৌসেনার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন ভারতের রাষ্ট্রদূত। পাশাপাশি আটজনের মৃত্যুদণ্ডকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে আবেদন জানানো হয়েছিল, তার শুনানিও শুরু হয়েছে। গত

এরপর ৩ পাতায়

'যে ওসি গাল দিয়েছেন,

তাঁকে ক্ষমা চাওয়াব', উত্তপ্ত গোঘাট-তোপ শুভেন্দুর

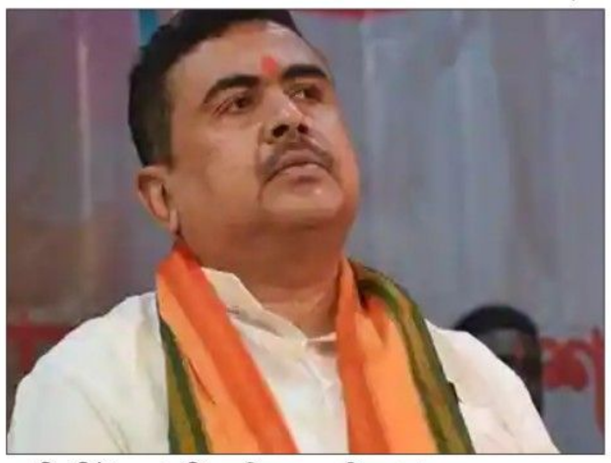

হুগলি: নিউজ সারাদিন : নিয়ম বহির্ভূতভাবে কুইন্টাল প্রতি ধানে পাঁচ কেজি করে বাটা বাদ দেওয়ার অভিযোগ হুগলির গোঘাটের চালকল মালিকদের একাংশের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে স্থানীয় কামারপুকুর রাজয় সড়ক অবরোধ করলেন কৃষকদের একাংশ। তারই সঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে কৃষকদের কুমন্তব্য করার অভিযোগ তুলে আক্রমণ শানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

এরই মধেয় মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখিয়ে গোঘাট থানার ওসি অরূপকুমার মণ্ডলের বিরুদ্ধে অবরোধকারী কৃষকদের গালাগাল করার অভিযোগে সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোশাল মিডিয়া এক্স-এ সেই ভিডিও শেয়ার করেছেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুর তোপ, 'গোঘাটে যাচ্ছি, চাষিদের যে ওসি গালাগালি দিয়েছেন, তাঁকে ক্ষমা চাওয়াব। পুলিশকে সংযত করুন, হুঁশিয়ারি দিচ্ছি।' একটি ভাইরাল ভিডিও দেখিয়ে তাঁর অভিযোগ, গোঘাট থানার ওসি অবরোধকারী কৃষকদের গালগাল দিয়েছেন।

বেশ কিছুদিন ধরে রেশন দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় হয়েছে রাজ্য। ওই দুর্নীতির তদন্তে

এরপর ৩ পাতায়

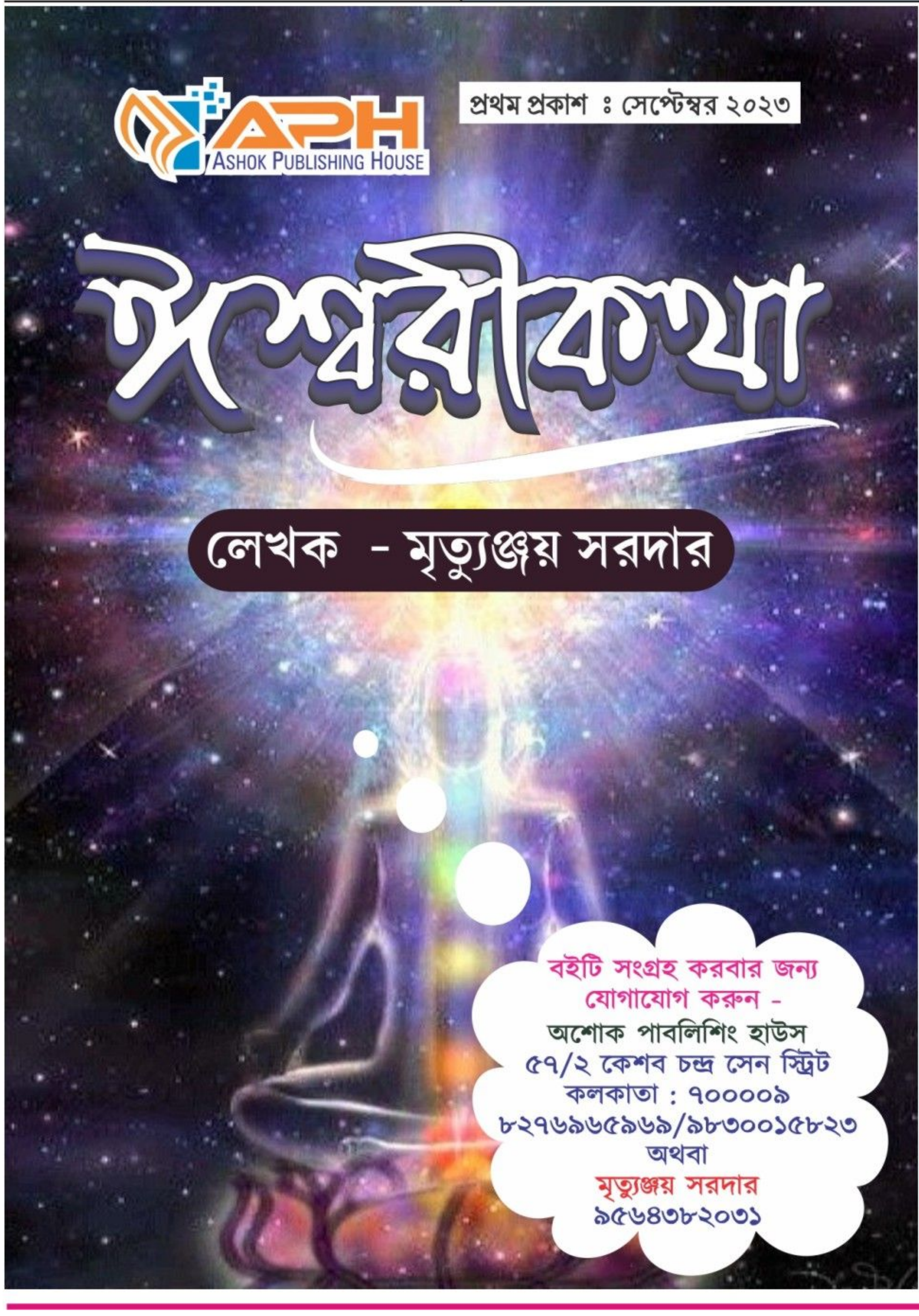

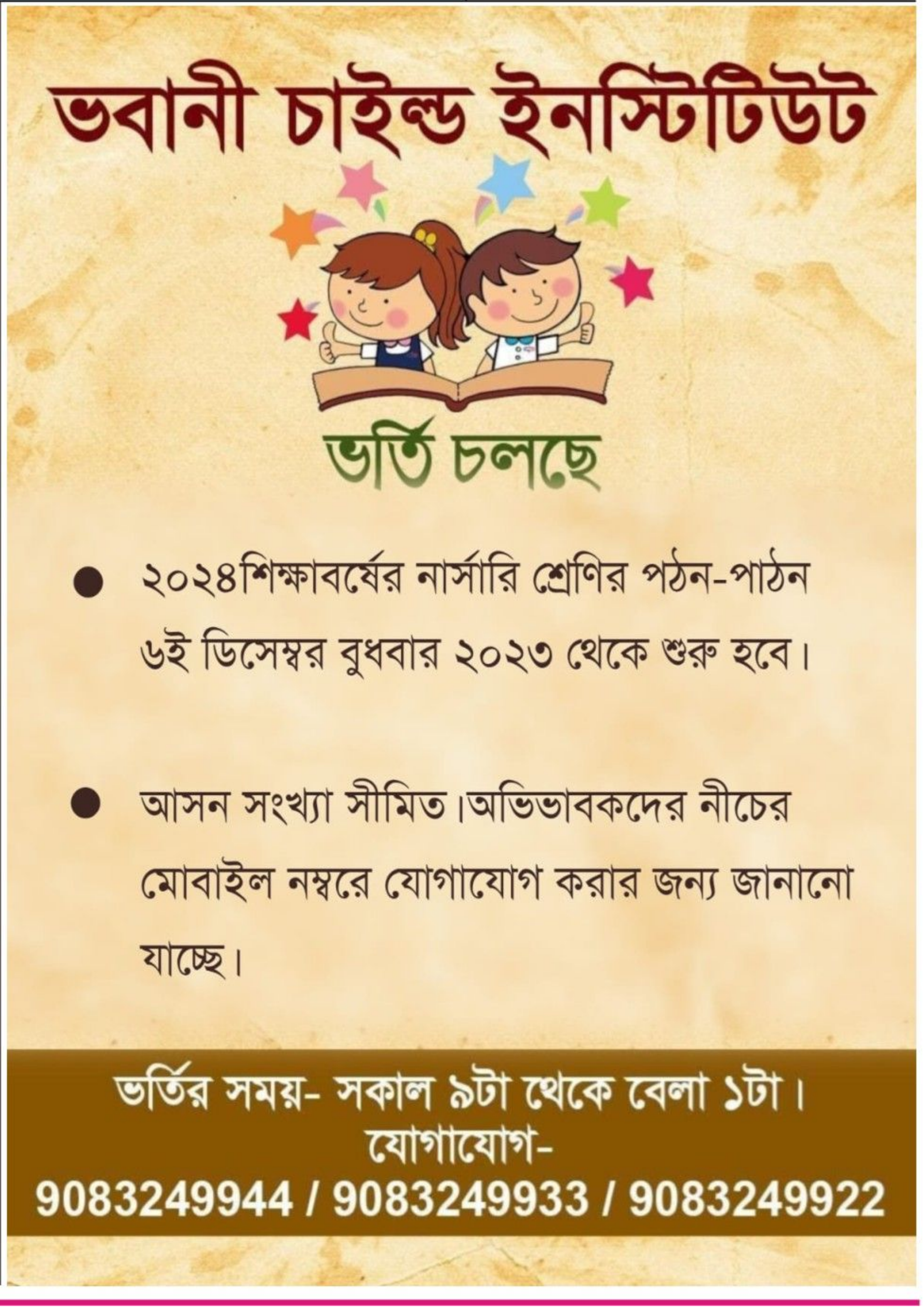

সঙ্ঘের বৈঠকে তৃণমূল নেতারা, শোরগোল পড়ল শুভেন্দুর জেলায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রামমন্দির উদ্বোধন ঘিরে এ রাজ্যেও গুচ্ছ কর্মসূচি নিয়েছে গেরুয়া শিবির। তারই প্রস্তুতিতে সঙ্ঘ পরিবারের তরফে আয়োজিত বৈঠকে বিজেপি নেতাদের সঙ্গেই দেখা গেল তৃণমূলের একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য ও স্থানীয় নেতৃত্বকে।

জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, "বিষয়টি জানি না। খোঁজ নেব।" তবে কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান তরুণকুমার মাইতি বলেন, ''উদ্যোক্তারা অরাজনৈতিক বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বলেই আমাদের জনপ্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন।" অন্য দিকে, বিজেপির মেদিনীপুর সাংগঠনিক সম্পাদক তন্ময় হাজরা বলছেন, "ঈশ্বর রাম সকলের। নিচুতলার তৃণমূল নেতা-কর্মীরাও রামকে হৃদয়ে রেখেছেন। তৃণমূল নেতাদের এই বৈঠকে উপস্থিতিকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।"বিজেপির দাবি, রাম সকলের। আর বৈঠকে হাজির তৃণমূল নেতাদের কেউ বলছেন, অরাজনৈতিক কর্মসূচি বলে গিয়েছিলেন। কারও আবার দাবি, সঙ্ঘের গোপন খবর জানতেই বৈঠকে হাজির ছিলেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ এগরার ভবানীচক বসুন্ধরা বাজার ভবনে সঙ্ঘের এগরা-২ খণ্ডের রামমন্দির উদ্বোধন উদ্‌যাপন কমিটির বাসুদেবপুর শাখার উদ্যোগে বৈঠক শুরু হয়। আরএসএসের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ প্রকাশ মণ্ডল এসেছিলেন। সূত্রের খবর, বৈঠক শুরুর মিনিট পনেরোর মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যান তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য চন্দ্রশেখর জানা ও তৃণমূলের বুথের সদস্য বিকাশ সাহু-সহ তিন জন তৃণমূল নেতা। স্থানীয় বিজেপি নেতা, গ্রামের লোক মিলিয়ে বৈঠকে জনা পঞ্চাশেক উপস্থিত ছিলেন। রামমন্দির উদ্বোধনের দিন বাসুদেবপুর অঞ্চলে প্রত্যেক বাড়িতে সঙ্ঘের তরফে ভোগ বিলি-সহ একাধিক কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে ঘন্টা দেড়েকের বৈঠক শেষের আগেই বেরিয়ে যান তৃণমূল নেতারা।রামমন্দির নিয়ে বিজেপি ধর্মের তাস খেলছে এমন অভিযোগেই সরব তৃণমূল। তা-ও কেন সঙ্ঘের ডাকা বৈঠকে গেলেন? তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য চন্দ্রশেখরের যুক্তি, ''অরাজনৈতিক ভাবে রামমন্দির নিয়ে বৈঠকে ডাকায় গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অনুষ্ঠান। বিজেপি নেতারা বসে আছেন। সেই দেখে আমরা বেরিয়ে এসেছি।" স্থানীয় সূত্রে খবর, চন্দ্রশেখর আগে বিজেপিরই পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। পরে তৃণমূলে এসেছেন। বৈঠকে উপস্থিত তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশের ভবানীচক বাজারে দোকান রয়েছে। দোকান বন্ধ করে অন্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তিনি বৈঠকে গিয়েছিলেন। বিকাশের দাবি, ''সঙ্ঘের বৈঠকে খবর সাধারণত গোপন থাকে। সেই গোপন খবর জানতেই গিয়েছিলাম। কিছু পরে চলে এসেছি।"

স্বপ্ন আই এ এস অফিসার হওয়া, রোজ ৪০ কিমি সাইকেল চালিয়ে খাবার ডেলিভারি দরিদ্র ছাত্রের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সুইগি-র এজেন্ট সৌরভ ভরদ্বাজের জীবনের গল্প ছুঁয়ে গিয়েছে নেটিজেনদের মন। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডল (পূর্বতন ট্যুইটার)-এ তাঁর জীবন সংগ্রাম শেয়ার করেছেন হতিন্দর সিং। এক্স-এ একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে দেখা যাচ্ছে সৌরভ সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন।তাঁর এই পোস্টে উচ্ছ্বসিত নেটিজেনরা। এক জন লিখেছেন, "অপূর্ব ও অনুপ্রেরণামূলক। তারুণ্যের এই কর্মশক্তিকে আমাদের সমর্থন করতে হবে। বাহবা জানাতে হবে। কঠোর পরিশ্রমটাই সপ্রতিভতা। অ্যালকোহল বা ড্রাগস মান স্মার্টনেস নয়। এই তরুণ অনেক দূর পাড়ি দেবে।"প্রতিদিন বিকেল ৪ থেকে রাত ১১ পর্যন্ত সাইকেলে খাবার ডেলিভারি করেন এই তরুণ। গড়পড়তায় ৪০ কিমি পথ তাঁকে পাড়ি দিতে হয়। এভাবেই সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁর স্বপ্ন আইএএস অফিসার হওয়া। সৌরভের বাবা পেশায় আলোকচিত্রী। মা পড়ান বেসরকারি স্কুলে। সুইগি-তে চাকরি করে সংসারের পাশে দাঁড়াতে চান তিনি। তাঁর টাকাতেই যোগান হয় সংসারের রসদের।

হিন্দু হলেও ব্যক্তিগত ও অন্তরাত্মার বিশ্বাসকে অনুসরণ করে পাগড়ি পরেন সৌরভ। তাঁর ভিডিও শেয়ার করে

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ডাঃ সি.ভি. আনন্দ বোস কলকাতায় আইসিএসআই সেন্টার ফর কর্পোরেট গভর্নেন্স, রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (সিসিজিআরটি) উদ্বোধন করেন

Kolkata 6th December, 2023: নিউজ সারাদিন : দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া কর্পোরেট সেক্টরে গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শের সুবিধার্থে কলকাতার নিউ টাউনে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স, রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (সিসিজিআরটি) এর তৃতীয় কেন্দ্রএর প্রতিষ্ঠা করেছে।

ডাঃ সি.ভি.পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল আনন্দ বোস ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে কলকাতার নিউ টাউনে ১.৫ একর এলাকা জুড়ে এই অত্যাধুনিক সুবিধার উদ্বোধন করেন।

এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটকে অভিনন্দন জানিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল বলেন, "আমি এই গবেষণা সুবিধার বিকাশের জন্য ইনস্টিটিউটের প্রশংসা করি। এটি আইসিএসআই-এর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভবিষ্যতমূলক পদ্ধতির কথা বলে। কোম্পানি সেক্রেটারিরা, জাতির কর্পোরেট যোদ্ধা, ভারতীয় শিল্পের কর্পোরেট বোর্ডের নির্দেশনা ও পরিচালনা করার সময় একাধিক দায়িত্ব পালন করছেন।

কলকাতার স্মার্ট গ্রীন সিটিতে অবস্থিত, আইসিএসআই সিসিজিআরটি-এর ২৭৪৯৪ বর্গফুট এলাকার একটি একাডেমিক ব্লক এবং ২১৭০৮ বর্গফুট এলাকার একটি হোস্টেল ব্লক রয়েছে। শিক্ষা শাখায় শ্রেণীকক্ষ, একটি গ্রন্থাগার, দুটি মূল আদালত, একটি সম্মেলন কক্ষ এবং ৩০০ জন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি অডিটোরিয়াম রয়েছে। হোস্টেল শাখায় ২৪টি কক্ষ, একটি যোগ/মেডিটেশন সেন্টার রয়েছে। উপরন্তু, বিশ্ব-মানের কেন্দ্রে একটি ব্যাডমিন্টন কোর্ট এবং সুন্দর লন দিয়ে সজ্জিত একটি ওপেন-এয়ার থিয়েটার রয়েছে।

মাননীয় গভর্নর মেধাবী ছাত্র, এফসিএস, সেই সাথে ইনস্টিটিউটের সদস্যদেরও অভিনন্দন জানিয়েছেন যারা সফলভাবে তাদের সদস্য পদের যোগ্যতা পূরণ করেছেন।

স্বীকৃতি ও প্রশংসায় অভিভূত হয়ে, সিএস মণীশ গুপ্ত, সভাপতি, আইসিএসআই বলেন, "দেশটি বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার যাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কোম্পানি সচিবদের ভূমিকা অনিবার্যভাবে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, আইসিএসআই এর মূলমন্ত্রে নিহিত মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং নৈতিকতাকে শক্তিশালী রেখে তার সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সামগ্রিক বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

আইসিএসআই সিসিজিআরটি সুবিধা যুক্ত সদ্য উদ্বোধন করা সিএস দীপক কুমার খৈতান অডিটোরিয়ামে ২০২৩ সালের পূর্বাঞ্চলের সদস্যদের জন্য সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ও আয়োজন করে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

মুখ্যমন্ত্রীর গড়ে দেওয়া কোর কমিটির প্রথম বৈঠক বিধানসভায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়ে দেওয়া কোর কমিটির প্রথম বৈঠক হল বৃহস্পতিবার। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে বৈঠক হয়। শোভনদেব ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ, উপমুখ্যসচেতক তাপস রায়, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিধায়ক হাজি নুরুল ইসলাম, নারায়ণ গোস্বামী, বীণা মণ্ডল এবং বিশ্বজিত দাস।আগামী ৮ এবং ৯ জানুয়ারি ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হবে। জেলা এবং ব্লক স্তরের নেতাদের এই কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোর কমিটির বৈঠক থেকে।মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতারির পর বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে এসে মুখ্যমন্ত্রী একটি কোর কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন। ঠিক হয়েছিল, ১৫ দিন অন্তর ওই কমিটির সদস্যেরা বৈঠক করবেন। সেই সূচি মেনে প্রথম বৈঠক হল বৃহস্পতিবার। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের বৈঠকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর বারাসতের তিতুমীর হলে বৈঠকে ডাকা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার চারটি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি, চেয়ারম্যান এবং বিধায়কদের। সেখানে লোকসভা ভোটের 'ব্লু প্রিন্ট' তৈরি করা হবে। বনগাঁ এবং ব্যারাকপুর কেন্দ্র তৃণমূলের দখলে আনা এবং জেলার বাকি তিনটি কেন্দ্রে ক্ষমতা ধরে রাখার বিষয়ে আলোচনা করবেন জেলা নেতৃত্ব।

'রাজনীতি আর চাকরি আলাদা, অভিজ্ঞতার আলাদা দাম রয়েছে': ফিরহাদ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে নবীন-প্রবীণ তত্ত্ব নিয়ে ঘরে বাইরে জোর পাচ্ছে চর্চা। এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ খুলছেন দলের একাধিক নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কেরা। সম্প্রতি এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এছাড়াও জানিয়েছেন, 'মানুষের কাছে যাঁর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে তাঁকে প্রার্থী করা উচিত। সে প্রবীণ হলে প্রবীণ হবে, নবীন হলে নবীন হবে। যাদের মানুষ গ্রহণ করেছে, তাঁরাই থাকবেন। আমি নিজেকে মধ্যবয়স্ক বলি। আমি নিজে নবীন প্রবীণের মাঝখানে রয়েছি। শোভনদা (মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়) খুবই কাজ করতে পারেন। মদনদাও (বিধায়ক মদন মিত্র) কাজ করতে পারেন। সৌগতদা যে ভাবে নিজের লোকসভা কেন্দ্রে কাজ করেন তা খুব কম জনপ্রতিনিধি করেন। আমরা তাঁর কাছে শিখি কী ভাবে নিজেদের নির্বাচনী কেন্দ্র সামলাতে হয়। প্রকাশ্যে আমাদের কারও এ বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়। যা বলার বলা উচিত পার্টির অন্দরেই। সবার প্রয়োজন আছে দলে। মানুষের গ্রহণযোগ্যতাই শেষ কথা হওয়া উচিত।'তিনি বয়সের উর্ধ্বসীমা থাকার পক্ষে সওয়াল করেছেন। আবার দলের প্রয়োজনে যে প্রবীনদেরও প্রয়োজন সেটাও জানিয়েছেন। এবার এই ইস্যুতেই মুখ খুললেন কলকাতা মেয়র তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়ে দিলেন, 'অভিষেক যেটা বলছেন, ঠিক বলছেন। বয়স হলে দৌঁড়নো সম্ভব না এটা ঠিক। তবে রাজনীতিতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা। রাজনীতি আর চাকরি আলাদা। অভিজ্ঞতার আলাদা দাম রয়েছে। 'ফিরহাদের বক্তব্য, 'আমরা সবাই স্বেচ্ছাসেবক, কেউ কর্মী নই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলেই আমরা রয়েছি। আমি চাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও ২০ বছর সুস্থ সবল থাকুন। দলে অনেক রকম কথা থাকে। তা নিয়ে আলোচনাও হয়। আমরা সবাই দলে নিজেদের মতামত জানাই। সেই গণতন্ত্র আমাদের দলে আছে। তারপর নির্ণয় নেন আমাদের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যা ঠিক করবেন আমরা শৃঙ্খলাপরায়ণ সৈনিক সেটাই করব। এটা আলোচনার মধ্যে ছিল। এক এক জনের এক একটা থিয়োরি। দলে এটা থাকা উচিত। উপর থেকে কোনও জিনিস চাপিয়ে দেওয়া হয় না। তাই পার্টির ভিতরে যা আলোচনা হয় তা বাইরে কখনওই বলব না। প্রার্থী হওয়ার বিষয়েও একমাত্র মাপকাঠি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা। আমি তো এখনও মনে করি ডায়মন্ডহারবারে সব থেকে বেশি গ্রহণযোগ্যতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তেমন অন্য কোনও জায়গায় আরও কারও হতে পারে। মিছিল-মিটিং ও মানুষের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে নবীনদের প্রয়োজন। আমি যেমন এখন মধ্যবয়সী, কয়েকদিন পর প্রবীণ হব। আজ যাঁরা নবীন কাল তাঁরা মধ্যবয়সে পৌঁছবেন।'

১-ম পাতার পর

'যে ওসি গাল দিয়েছেন, তাঁকে ক্ষমা চাওয়াব', উত্তপ্ত গোঘাট-তোপ শুভেন্দুর

গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জেয়াতিপ্রিয় মল্লিক, গ্রেফতার হয়েছেন মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান। কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত যখন চলছে তখনই রাজেয় ধান কেনায় দালাল চক্রের রমরমার অভিযোগ উঠেছে।এবার হুগলির গোঘাটে কৃষকদের থেকে ধান কেনার ক্ষেত্রে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কুইন্টাল প্রতি ধানে ৫ কেজি করে বাটা বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠল চালকল মালিকদের একাংশের বিরুদ্ধে। স্থানীয় ভিকদাস এলাকার কৃষকদের একাংশের দাবি, ধানের বাটা বাদ দেওয়ার সরকারি কোনও নিয়ম নেই। কিন্তু, সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ধান কেনার সময় ময়লার অজুহাতে কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ধান চাইছেন চালকল মালিকদের একাংশ। তাঁদের দাবি, গত ৩ দিন ধরে কুইন্টাল প্রতি ৩ কেজি অতিরিক্ত ধান দিচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু, বুধবার কুইন্টাল পিছু ৫ কেজি বাটা বাদ দিয়ে সেই পরিমাণ অতিরিক্ত ধান চাওয়া হয়। প্রতিবাদে গোঘাটের কামারপুকুর রাজয় সড়ক অবরোধ করেন কৃষকদের একাংশ। এক কৃষক লক্ষ্মীকান্ত দে'র অভিযোগ, 'ধান হচ্ছে পাঁচ কিলো বাদ দিচ্ছে। আমরা ৩ কিলো মানতে রাজি। ৫ কিলো মানতে আমরা রাজি নই।'তাঁদের অভিযোগ, ব্লক প্রশাসন ও জেলা কৃষি দফতরকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। আরও এক কৃষক আশিস দে বলছেন, 'আজ ৩দিন হল ৩ কেজি করে ধানের বাট বাদ দিচ্ছে। আজকে বলছে ৫ কেজি করে বেশি না দিলে নেবেন না বলছেন মিল মালিকরা। আমরা অফিসারদের বহুবার ফোন করেছি। তাঁরা আসেননি। আমরা ৭টা থেকে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা কি মানুষ নই?' ৪৫ মিনিট রাজয় সড়ক অবরোধ করেন কৃষকরা। তারপরে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

১-ম পাতার পর

প্রতিশ্রুতি রাখলেন অভিষেক, ৭০ হাজার প্রবীণকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার কাজ শুরু হল

ভাতার টাকা পাননি, তাঁদের জন্য জানুয়ারি মাস থেকেই শুরু হবে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প। তবে তার আগেই সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের কাজ শুরু দিলেন তিনি। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে ৬০ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে সমস্ত প্রবীণ নাগরিককেই বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য। তার আগে এই ভাতা পেতেন শুধুমাত্র উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষরা। তাঁদের জন্য চালু ছিল 'জয় জহর' এবং 'তফশিলি বন্ধু' প্রকল্প, যার আওতায় ১০০ শতাংশ ভাতা পেতেন প্রবীণ নাগরিকরা। তবে নতুন নিয়মে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে ষাটোর্ধ্ব এবং উপার্জনহীন সমস্ত মানুষকেই বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদনের ছাড়পত্র দিয়েছিল তৃণমূল সরকার।

১-ম পাতার পর

কাতারে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ৮ নৌসেনার সঙ্গে সাক্ষাত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের

২৩ ও ৩০ নভেম্বর ওই শুনানি পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। শিগগিরই তৃতীয় দফার শুনানি রয়েছে।
ভারতীয় নৌসেনা থেকে অবসর নেওয়ার পরে প্রাক্তন আট আধিকারিক দোহার আল দাহরা গ্লোবাল টেকনোলজিস ও কনসালটেন্সি সার্ভিসেস নামে একটি সংস্থায় যোগ দেন। সংস্থাটি কাতার সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ-সহ অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত। গত বছরের অগস্ট মাসে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে ওই আট প্রাক্তন ৮ নৌসেনা আধিকারিককে গ্রেফতার করে কাতার কর্তৃপক্ষ। যদিও আটজনই তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেন। বেশ কয়েক বার তাদের জামিনের আর্জিও খারিজ হয়ে যায়।

পৃথক মিথিলা রাজ্যের দাবি নিয়ে

নীতিন গড়কড়ির সঙ্গে বৈঠক

উষা পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক. নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : মিথিলার বাসিন্দাদের একটি দল আজ ভারতীয় জনতা পার্টির সিনিয়র নেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করির সাথে দেখা করেছে এবং একটি পৃথক মিথিলা রাজ্যের দাবিতে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে।
শ্রী গড়করি বলেছিলেন যে রাজ্য সরকার যদি এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাঠায় তবে তা বিবেচনা করা হবে। এই তথ্য দিয়েছেন দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিজেপি নেতা কৌশল পাঠক এবং সর্বভারতীয় মিথিলা রাজ্য সংগ্রাম কমিটির আন্তর্জাতিক সমন্বয়কারী অধ্যাপক অমরেন্দ্র ঝা। এই দলে ছিলেন পণ্ডিত সঞ্জীব যোগী, রবীন্দ্র মিশ্র, মদন ঝা, চলচ্চিত্র অভিনেতা অঞ্জনি, সজন ঝা, অধ্যাপক কানহাইয়া জি সুজিত মিশ্র প্রমুখ।
শ্রী পাঠক বলেন, একটি পৃথক মিথিলা রাজ্য গঠনের মাধ্যমেই মিথিলার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনের

ব্যারিকেড গুঁড়িয়ে দিল বুলডোজার

হায়দরাবাদ: নিউজ সারাদিন : তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বৃহস্পতিবার দুপুরে শপথ নিয়েছেন রেবন্থ রেড্ডি। আর ওই শপথের কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে থাকা লোহার ব্যারিকেড গুঁড়িয়ে দিল বুলডোজার। না, কোনও অবৈধ নির্মাণের কারণে নয়। নিজাম রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই সরকারি বাসভবনের সামনে থাকা লোহার গেট এবং ব্যারিকেড গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।এদিন দুপুরে যখন হায়দরাবাদের এলবি স্টেডিয়ামে রাজ্যের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে ব্যস্ত ছিলেন রেবন্থ রেড্ডি, তখনই প্রগতি ভবনের সামনে থাকা লোহার ব্যারিকেড গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। প্রচুর পরিমাণ শ্রমিক এবং ট্র্যাক্টরকে ওই ব্যারিকেড সরানোর কাজে লাগানো হয়। সূত্রের খবর, সপ্তাহের নির্দিষ্ট কোনও দিনে মুখ্যমনন্ত্রীর বাসভবনে আম দরবার বসানো হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দরজা আমআদমিদের কাছে উন্মুক্ত রাখতেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
হায়দরাবাদের প্রগতি ভবন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ভারত রাষ্ট্র সমিতির সুপ্রিমো কে চন্দ্রশেখর রাও প্রগতি ভবনকে নিরাপত্তার দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। ওই নিরাপত্তার বেষ্টনী টপকে আম আদমি তো দূরের কথা, মাছি গলারও জো ছিল না। কয়েকশো মিটার দূর থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন দেখে চক্ষুভঞ্জন করতেন তেলঙ্গানাবাসী। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটের নির্বাচনেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রেবন্থ রেড্ডি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে প্রগতি ভবনের সামনে থাকা বুলডোজার। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন আমআদমির কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

চণ্ডীপাঠও হোক লক্ষ কণ্ঠে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসার কথা আগামী ২৪ ডিসেম্বর। যোগ দেওয়ার কথা ব্রিগেড ময়দানে 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' কর্মসূচিতে। ওই কর্মসূচিতে গেরুয়া শিবির যুক্ত থাকলেও হচ্ছে অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদের নামে। মোদীর পাশাপাশি ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।প্রসঙ্গত, বুধবারই পূর্ব মেদিনীপুরে মেচেদায় চণ্ডীপাঠের কর্মসূচি নিয়ে বৈঠকে বসে সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট। সেখানে সংগঠনের জেলা নেতৃত্বকেও ডাকা হয়েছিল। তবে এখনও পর্যন্ত কবে ওই কর্মসূচি হবে তার দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। যদিও ট্রাস্ট একটি বিষয় ঠিক করে ফেলেছে যে কলকাতায় রানি রাসমণি রোডে হবে কর্মসূচি। জানুয়ারি মাসের কোনও একটি দিনে সেখানে চণ্ডীপাঠের পাশাপাশি শান্তিযজ্ঞও করতে চায় ট্রাস্ট। একই সঙ্গে ট্রাস্টের সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী নন, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীকেই শুধু আমন্ত্রণ জানানো হবে।
গীতাপাঠের কর্মসূচির দিনেই রাজ্যে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা (টেট) হবে। ১০ ডিসেম্বর থেকে পিছিয়ে কেন তা ২৪ ডিসেম্বর করা হল, তা নিয়ে বৃহস্পতিবারই বিধানসভায় বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়কেরা। সব মিলিয়ে লোকসভা ভোটের আগে ধর্মীয় আবেগ নিয়ে উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়ে গিয়েছে রাজ্যে।এর পরেই জানা যায় কলকাতায় 'পাল্টা' চণ্ডীপাঠের জমায়েত করতে চায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট। এখনও দিনক্ষণ পাকা না হলেও মঙ্গলবারই সংগঠনের কর্তারা রাজ্যের দুই মন্ত্রী অখিল গিরি এবং ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে কথা বলেছেন। ট্রাস্ট ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে হাজির করতেও চায়।
গীতাপাঠ এবং চণ্ডীপাঠের দুই আয়োজক সংগঠনেরই প্রকাশ্য দাবি, তাঁরা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে 'গীতা বনাম চণ্ডী' লড়াইয়ের প্রস্তুতি তৈরি হয়েছে। তবে তেমন লড়াই যাতে না হয় সেটা চেয়ে গীতাপাঠের আয়োজকেরা চাইছেন তাঁরাও চণ্ডীপাঠে অংশ নেবেন। নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের পাশে দাঁড়াতে চাইছেন। গলা মেলাতে চান চণ্ডীপাঠেও।গীতাপাঠের আয়োজনে যুক্ত রয়েছে রাজ্যের সাড়ে তিন হাজারের বেশি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, মঠ ও মিশন। ওই কর্মসূচির মূল সংগঠক মানস ভট্টাচার্য আনন্দবাজার অনলাইনকে বলেন, "গীতা আর চণ্ডীপাঠের মধ্যে কোনও বিবাদ নেই। আমরাও পূর্ণশক্তি নিয়ে চণ্ডীপাঠের কর্মসূচিতে অংশ নিতে চাই। গীতা এবং চণ্ডী সনাতন ধর্মের দুই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ নিয়ে বিবাদ হোক চাই না। আমাদের আমন্ত্রণ জানালে আমরাও যোগ দিতে চাই। বড় আকার দিতে চাই ওই অনুষ্ঠানের।"
অন্য দিকে, এমন আহ্বান শুনে রাজি সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টও। সংগঠনের সম্পাদক তপনকুমার মিশ্র বলেন, "আমাদের কোনও আপত্তি নেই। আমরা অবশ্যই আমন্ত্রণ করব। সকলে মিলে করলে কর্মসূচি আরও ভাল হবে।" তবে কি সত্যিই আমন্ত্রণ জানাবেন তাঁরা? তপন বলেন, "ঠিকানা পেলে অবশ্যই আমন্ত্রণ জানানো হবে।"

২ পাতার পর

স্বপ্ন আই এ এস অফিসার হওয়া, রোজ ৪০ কিমি সাইকেল চালিয়ে খাবার ডেলিভারি দরিদ্র ছাত্রের

ক্যাপশনে লেখা হয়েছে "পাতিয়ালার এই তরুণের কথা জেনে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি আইটিআই কলেজে পড়েন। একইসঙ্গে সুইগি-তে চাকরিও করেন। প্রতিদিন ৪০ কিলোমিটার দূরত্ব সাইকেল চালিয়ে অর্ডার ডেলিভারি করেন। তাঁর বাবা আলোকচিত্রী হলেও উপার্জন বেশি নয়। পরিবারের পাশে দাঁড়াতে তিনি কাজ করেন। তাঁর কঠোর পরিশ্রমকে কুর্নিশ।"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৩২ সংখ্যা ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

৩ মুখ্যমন্ত্রী মুখ নিয়ে দ্বিধায় বিজেপি

বৃহস্পতিবার তেলঙ্গানার প্রথম কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিচ্ছেন এ রেবন্ত রেড্ডি । কিন্তু, বিজেপি এখনও রাজস্থান , মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা না করায় কটাক্ষ শুরু করেছে কংগ্রেস ।অন্যদিকে, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন রেণুকা সিং এমনটাই শোনা যাচ্ছে বিজেপি মহলে। কারণ, এদিন সংসদ ভবনের বাইরে রেণুকা সিংকে বিজেপির মহিলা সাংসদদের হবু মুখ্যমন্ত্রী বলে আগাম অভিনন্দন জানাতে দেখা গিয়েছে।এদিন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এক্স বার্তায় লিখেছেন, ফল ঘোষণার ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঠিক না হওয়ায় সকলে মুখ খুলেছিল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো আজ শপথ নিচ্ছেন। কিন্তু, তিনদিন কেটে গেলেও বিজেপি এখনও তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুখই ঠিক করতে পারল না। কংগ্রেস শিবির থেকে কটাক্ষের ঝড় উঠলেও বিজেপির গড়িমসিতে বোঝাই যাচ্ছে এখনও তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিধায় আছে।

এরমধ্যেই আজই সংসদের শীত অধিবেশনের চতুর্থ দিন সভা শুরু আগে বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক হয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হর্ষধ্বনি, জয়মাল্য পরিয়ে বরণ করে নেন সাংসদরা। সংসদের বালাযোগী অডিটোরিয়ামে মোদি উপস্থিত হওয়া মাত্র সাংসদরা তাঁকে স্লোগান দিয়ে স্বাগত জানান। দলের সভাপতি জেপি নাড্ডা শাল এবং মালা পরিয়ে বরণ করে নেন। মোদি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, এই জয় দলের কর্মী-সমর্থকদের পরিশ্রমের ফল।

এদিকে, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী পদকে ঘিরে জল্পনা প্রতি মুহূর্তে চওড়া হচ্ছে। প্রবীণ নেতা শিবরাজ সিং চৌহানের বদলে বিজেপি নতুন কাউকে মুখ্যমন্ত্রী বসাতে চলেছে, এটা মোটামুটি নিশ্চিত। অন্যদিকে, রাজস্থানে বসুন্ধরা রাজে, জয়পুর রাজকন্যা দিয়া সিং, বালকনাথ, সিপি জোশির পর এবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের নামও শোনা যাচ্ছে। কারণ দলের অন্দর মহলের খবর হচ্ছে, রাজস্থানে বিজেপি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধিকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি দিতে চাইছে। সেই দিক থেকে প্রাক্তন আইএএস অশ্বিনী বৈষ্ণবের নাম নতুন করে উঠে এসেছে।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(একাদশ পর্ব)

জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

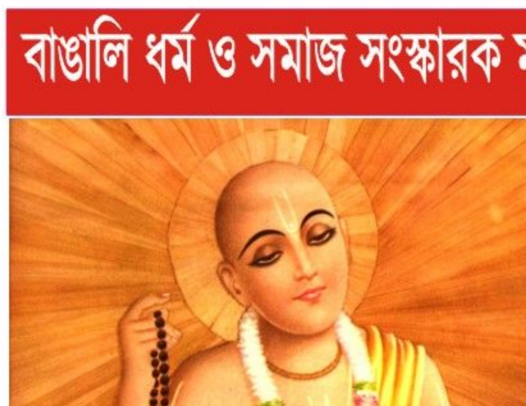

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

হওয়ার কথা ঘোষণা করতে থাকে, তখন অন্যেরা গোপনে সে দেহ বহন করে নিয়ে বিসর্জন দেয় বহূ মাইল দূরে কোনও নদীতে। ঈশ্বরদাস বলেছেন, তিনি তাঁর গুরুর কাছে চৈতন্যদেহ বিসর্জনের 'অত্যন্ত গুপ্ত এহু কথা' শুনেছেন। চৈতন্য তিরোধানের পর ঈশ্বরদাসের কাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ এক-দেড়শ বছর একথা গুপ্ত রইল কিভাবে? হয়তো এর আগে যারা জানতেন, রাজদণ্ডের ভয়ে তাঁরা একথা প্রকাশ করতেন না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কবলে আজ বিপন্ন মানবসভ্যতা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

আমরা সর্বদাই স্বার্থনেশি হয়ে উঠছি, সমাজব্যবস্থা কুসংস্কারের অগ্রগতি ভয়াবহ পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এযুগের।দিনের আলোতে খুন-ধর্ষণ রাজধানীর মতো ঘটনা ঘটছে, তাদেরকে আড়াল করার চেষ্টা করছে, সমাজের একশ্রেণীর ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা।এই সব ব্যক্তিরা সৎ নিষ্ঠাবান ত্যাগী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করে জেলে পর্যন্ত ভরে দিতে, একটুও দ্বিধাবোধ মনে করে না। আজকের সমাজব্যবস্থা যতটা উন্নতি হচ্ছে, ততই অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বা সমাজসেবিরা। বর্তমান রাজ্যের পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ কঠিন থেকে কঠিনতম হচ্ছে বা হয়ে চলেছে। দেশ-বিদেশে মানুষের নিজের স্বার্থ ছাড়া এক পা কেউ অগ্রগতির দিকে ভাবতে পারছে না।যে বা যারা সমাজের হত্যা করা হয় তারা যথেষ্ট পরিমান নোংরামি সঙ্গে লিপ্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।তবে বর্তমান যুগে নতুন প্রজন্মের কাছে আমরা তাহলে কী আশা করতে পারি। আজ নতুন প্রজন্ম তারা কি শিখবে আগামী দিনে আমাদের কাছ থেকে, দুর্নীতি ভয়াবহ আভিজাত্য চোখরাঙানি না অন্য কিছু? তবে এই দেশকে আরো সুন্দর থেকে সুন্দরতর করতে হলে শিশুদের কে সামনে রেখে এটাই অঙ্গীকার হওয়া দরকার দুর্নীতিমুক্ত দেশ করব! তবে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? মানুষতো সর্বদাই নিজেদের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত, তারা কি নতুন প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে দুর্নীতি অত্যাচার অবিচার অনাচার করে। তারা শুধু একটা জিনিস ভালো বোঝে খুন ডাকাতি রাহাজানি যে করে হোক নিজের আখের গোছাতে হবে। তার জন্য যেকোনোভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় টিকে থাকতেই হবে। বিশ্ব দরবারে তেমনই দুর্নীতি মানুষ ভাবতে পারে না। তবে শিশুদের কে সামনে রেখে আগামী দিনে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষকে বিদায় দেওয়ার জন্য আজ থেকে অনুদান নেওয়া দরকার। দুর্নীতি পরায়ন দেশে মানুষের জন্য মানুষ কি কি করে, আর কি কি করা উচিত নয়, আর কি করতে হবে, সে নিয়ে আজকের বিস্তারিত আমার কলমে তুলে ধরব।

শিশুরাই দেশ ও জাতির আগামি দিনের ভবিষ্যৎ। একদিন এই শিশুরা বড় হয়ে দেশ ও জাতির কান্ডারি হবে, তাই শিশুকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অভিভাবক ও রাষ্ট্রের। প্রত্যেক শিশুই জন্মগতভাবে কিছু অধিকার নিয়ে জন্মায়। শিশুর সেই অধিকার আমাদের পুরোপুরি আদায় করতে হবে। তবেই শিশু বড় হয়ে দেশ ও জাতির কর্ণধার হতে পারবে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, শিশুর উপর মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। সম্ভবত এ বিশ্বাস জাগ্রত হওয়ার সুবাদে আজ দেখা যায় দেশে দেশে বিভিন্ন শিশু কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। রচিত হয়েছে জাতিসংঘ কর্তৃক "শিশু অধিকার সনদ", জাতীয় শিশুনীতি এবং শিশু অধিকার সংরক্ষণে নানা বিধিবিধান। আমাদের দেশেও আমরা দেখতে পাই, শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র, শিশু শিক্ষালয়, শিশু একাডেমি, চাইল্ড কেয়ার হোম ইত্যাদি। শিশুদের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই প্রতি বছর, সারা বিশ্বে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ, অধিকার ও উন্নয়ন ভাবনার জন্য এই বিশ্ব শিশু দিবস নির্ধারিত। বিশ্ব শিশু দিবস পালনের জন্য ইউনিসেফ ১৯৫২ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের ৫ই অক্টোবর বিশ্বের ৪০টি দেশ বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপন করে। ১৯৫৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করে 'শিশু অধিকার ঘোষণা'। এই ঘোষণা জাতিসংঘের তখনকার ৭৮টি দেশ গ্রহণ করে। এর ফলে শিশুদের অধিকার সম্বন্ধে অনেকের সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের সদস্য দেশ ছিল ১৬০টি। শিশু অধিকার সনদে সংযুক্ত ৫৪ ধারা সম্পর্কে ১০ বছর ধরে আলোচনার পরেই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয় এই সনদ। এতে ১৮ বছর পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েকে শিশু কিশোর ধরা হয়েছে। ১৮ বৎসর পর্যন্ত সব ছেলেমেয়ের মানুষের মত মানুষ হওয়ার অধিকার রয়েছে। শিশুদের আহার, আশ্রয় ও সামাজিক নিরাপত্তার সাথে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের নিশ্চয়তা চাওয়া হয়েছে। অগণিত অসহায়, অবহেলিত শিশুর সব ধরণের সমস্যার সমাধান হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এ সমস্তই শিশুর মৌলিক অধিকারের কথা ১৯৪৮ সালেও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে শিশু অধিকার সনদ সারা বিশ্বে চালু হওয়ার পর প্রতিবছর ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হয়ে থাকে। শিশুদের জন্য দেয়া অধিকারগুলো কি শিশুরা ভোগ করছে না-কি শুধু ঘোষণা আর আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ তা বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে। আমাদের দেশের শিশুরা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে বিদেশে পাচার হয়ে নানান নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ শিশু উটের জকি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। অধিকাংশ শিশু দেশে-বিদেশে যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। গরিব শিশুরা পেটের দায়ে রোজগারে লেগে কঠোর পরিশ্রম করছে ও মালিককর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। শত্রুতা সাধনে শিশুর উপর এসিড নিক্ষেপ করা হচ্ছে। শিশুদের আদর সোহাগের পরিবর্তে অনেক স্থানে মারপিট করা হয়। নিজ সন্তানদের কামাই খাওয়ার জন্য অনেক মা-বাবা শিশু বয়সেই বিভিন্ন চাকুরি বা কাজে লাগিয়ে দেন লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত করে। অনেক মা নিজের স্বাস্থ্য, চেহারা ঠিক রাখার জন্য সন্তানকে দুধ পান করান না। সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হলো অনেক মা নিজের গর্ভজাত সন্তানকে প্রসবের পর পাশের জঙ্গলে অথবা ড্রেনে ফেলে আসার খবর বিভিন্ন সময় পাওয়া যায়। কিন্তু শিশুদের প্রতি আমাদের তো এমন আচরণ করার কথা ছিল না। যে শিশু অর্থাৎ সকল শিশুই কি ফুটফুটে চাঁদের মতো। শিশুরা তো আনন্দের প্রতীক। তবে সে শিশু কেন অবহেলিত হবে! যারা পৃথিবীতে পরিপূর্ণ মানুষ হয়েছেন বা বড় হয়েছেন তারা সকলেই একদিন শিশু ছিলেন। তাই তো বলা হয়, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। অর্থাৎ আজকে যে শিশু সেই একদিন পরিপূর্ণ মানুষ হবে। আজ যারা শিশু, তারাই ভবিষ্যতে হবে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের কর্ণধার, শিশুরাই আগামী প্রজন্মের পিতা। তাই শিশুকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। শিশুদেরকে সঠিকভাবে মানুষ করা আজকের দিনের বড় কঠিন। জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত যেন হিংসার বাতাবরণে চলছে, থেকে বেরিয়ে আসা অনেকটাই কঠিন। মানবকল্যাণের একমাত্র উন্নতির পথ শিশুরা, তাই আগামী দিনে শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়তে অভিভাবক ও অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়া দরকার । আমরা যতই সচেতন হই না কেন ,বর্তমানে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়েছে দুর্নীতি। সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কবলে আজ বিপন্ন মানবসভ্যতা। সর্বনাশা এই সামাজিক ব্যাধির মরণ ছোবলে বর্তমান সমাজ জর্জরিত। সর্বোচ্চ প্রশাসন থেকে শুরু করে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্যসহ সর্বত্রই চলছে দুর্নীতি। তাই বিশেষজ্ঞরা দুর্নীতিকে জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।যাহোক, দুর্নীতির ইতিহাস গেয়ে লাভ নেই? তা আমরা সবাই কিছু না কিছু জানি? কথা হল, দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যাবে কিভাবে? এর উত্তর হল- সততা আর সদিচ্ছা। ক্ষমতাবান মানুষের চেয়ে সাধারণ জনগণ সংখ্যায় অনেক বেশি। তাই ক্ষমতাবানরা যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে এমনিতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

যদি দেশের প্রথম সারির অফিসাররা ঠিক হয়ে যান, তাহলে তাদের অধীনে যারা আছে; তাদের ঠিক হতে সময় লাগবে না।যদি প্রতিজন সংসদ সদস্য ঠিক হয়ে যান, তাহলে তার নাম ভাঙিয়ে কেউ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

ব্লাউজের মাপ আমাদেরকেই ঠিক করতে হবে: স্বস্তিকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : যাপিত জীবনে কাওকে পরোয়া করেন না স্বস্তিকা মুখার্জি। জীবনটা নিজের শর্তে বাঁচেন তিনি। তই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবর অকপটেও। সাজ-পোশাক সবসময়ই থাকে চর্চায়। যে কোনও পোশাকে আত্মবিশ্বাসী তিনি, প্রয়োজনে এক টুকরো তোয়ালেতেও! চল্লিশোর্ধ্ব এ নায়িকা নো-মেকআপ লুকে ছবি দিতেও ভয় পান না। নিজের বয়স লুকিয়ে রাখা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তবে শরীরের নানা অঙ্গ নিয়ে বারবার কদর্য আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। তার হাতকাটা ব্লাউজ, চোখের নীচে ডার্ক সার্কেল কোনো কিছুই ছাড় পায়নি কিছুই ট্রল থেকে।

সম্প্রতি এক বই লঞ্চের অনুষ্ঠানে কালো রঙের স্লিভলেস পরে হাজির হন স্বস্তিকা। সেই মুহূর্তের একাধিক ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে স্বস্তিকা লিখেছেন, 'আমার হাত মোটা তাতে কি? হাতকাটা বেলাউজ পরতে ইচ্ছে করলে পরব! আর এটা বেলাউজ (ব্লাউজ) না, মেয়ের টপ। আমরা মেয়েরা বড্ড ভয় পাই, লোকে কি বলবে। হাত আমাদের, ইচ্ছে আমাদের, বেলাউজের মাপ আমাদেরকেই ঠিক করতে হবে।'

স্বস্তিকার এই ভাবনার সঙ্গে নেটিজেনদের অনেকেই সহমত পোষণ করেছেন। মাধুরী বালা লিখেছেন, 'এমন করে কজন ভাবতে পারে? তোমার ভাবনা তোমার স্টাইল খুব ভালো লাগে।' শতাব্দী ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'আপনাকে দেখি আর মুগ্ধ হই।' অধরা ইসলাম লিখেছেন, 'তুমি সবকিছুতেই অনন্য।' পুতুল সাহা লিখেছেন, 'এই ভাবনাই তোমাকে সবার থেকে আলাদা করেছে। আর তাই তুমি আমার এত প্রিয়।'

এর আগে ট্রলিং নিয়ে হিন্দুস্তান টাইমসকে স্বস্তিকা বলেছিলেন, 'বিশ্বব্যাপী এত পরিবর্তনের মাঝে আমরা আশা করেছিলাম মানুষের ধ্যান ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। হ্যাঁ, অবশ্যই হয়েছে তবে তা শুধুই নিম্নগামী বা নরকের পথে পরিবর্তন। আজ শুধু আমি কেন, যেকোনো মেয়ে যদি পুরুষের মতো মদের দোকানে যায়, শর্টস পরে, সিগারেট খায় সাথে সাথে প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু চুপ করে থাকার তো কোনো মানে নেই, প্রতিবাদ করতে হবে। না করলে সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকারও মানে নেই।'

১৯৯৮ সালে জনপ্রিয় রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী সাগর সেনের ছেলে প্রমিত সেনকে বিয়ে করেন স্বস্তিকা মুখার্জি। বাবা-মায়ের পছন্দে এ বিয়ে করেছিলেন তিনি। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে সংসার জীবনে ছন্দপতন ঘটে। দুধের শিশু কোলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসেন স্বস্তিকা। তারপর সিঙ্গেল মাদার হিসেবে কন্যা অন্বেষাকে বড় করেন এই নায়িকা; মেয়েই এখন স্বস্তিকার বেস্ট ফ্রেন্ড।

বিয়ে করলেন 'কাভি খুশি কাভি গাম' ছবির সেই ছোট্ট পূজা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সাতপাকে বাঁধা পড়লেন 'কাভি খুশি কাভি গাম' সিনেমায় কারিনা কাপুরের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করা সেই মালবিকা রাজ। পাত্র প্রণব বাগ্গা, একজন ব্যবসায়ী। ভারতের গোয়াতে জমকালো আয়োজনে তারা বিয়ে করেন। ওয়েস্টিন গোয়াতে হয়েছে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান।

বৃহস্পতিবার সোশ্যালে বিয়ের ছবি শেয়ার করে মালবিকা রাজ লেখেন, 'আমাদের হৃদয় ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। জীবনের এই বিশেষ দিনে মালবিকা সোনালি এমব্রয়ডারি করা লেহেঙ্গা পরেছিলেন। সঙ্গে পরেছিলেন ভারি মানানসই সোনার গয়না। ছবিতে মালবিকা ও প্রণবকে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দে বিভোর হতে দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও দুজনকে রোমান্টিক পোজে দেখা যাচ্ছে, একে অপরের চোখে হারিয়েছেন তারা। চলতি বছরের আগস্টেই প্রণবের সঙ্গে নিজের বাগদান সেরেছিলেন মালবিকা। তুরস্কে হয়েছিল তাদের বাগদান অনুষ্ঠান।

প্রসঙ্গত, 'কাভি খুশি কাভি গাম' ছবিতে কারিনার ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেন মালবিকা রাজ, সেখানে তার নাম ছিল 'পূজা'। এছাড়াও মালবিকা অ্যাকশন ফিল্ম 'স্কোয়াড'এ অভিনয় করেছেন। সেখানে অভিনেতা ড্যানি ডেনজংপার ছেলে রিনজিন ডেনজংপাও-এর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তিনি।

দু'দিনেই বাজেটের টাকা ঘরে তুলল 'অ্যানিমেল'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ছবিটি নিয়ে ভারতীয় সমালোচকদের এক প্রকার অবহেলাই ছিল। সেই অবহেলা ভুল প্রমাণ করে মুক্তির প্রথম দিনেই সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দেয় 'অ্যানিমেল'। ১ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙা পরিচালিত এই ছবি। আর দুই দিনেই ছক্কা হাঁকালেন রণবীর কাপুর। অর্থাৎ দুই দিনেই বাজেটের টাকা ঘরে তুলেছে নির্মাতা সন্দীপ রেড্ডি ভাঙার 'অ্যানিমেল'।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, মুক্তির দিনেই ভারত জুড়ে প্রায় ৬১ কোটি টাকার ব্যবসা করে চলতি বছরের সব থেকে সফল ছবি 'পাঠান'-এর নজির ভেঙে দেয় এই ছবি। বিশ্বব্যাপী প্রথম দিনে ১১৬ কোটি আয় করেছে ছবিটি। শনিবার দ্বিতীয় দিনেও দৌড় অব্যাহত।

'অ্যানিম্যাল' ছবির বাজেট প্রায় ২০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় দিনে এই ছবি শুধু মাত্র ভারতের বাজারে আয় করেছে ৬৫.৮৫ কোটি। প্রথম দিন আয় ছিল প্রায় ৬১ কোটি। প্রথম দুদিনে এই ছবি আয় করেছে ১২৯.৬৫ কোটি টাকা। সে দিক থেকে দেখলে, শাহরুখ খানের 'জওয়ান' ছবির নজির ভেঙে দিয়েছে রণবীরের 'অ্যানিম্যাল'। বিশ্বব্যাপী প্রথম দু'দিনের নিরিখে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ আয়ের নজির ছিল 'জওয়ান'-এর। ১২৮ কোটি। বিশ্বব্যাপী দু'দিনে 'অ্যানিম্যাল' আয় করেছে ২৩৬ কোটি।

বিশ্বের একাধিক দেশে মুক্তি পেয়েছে এই ছবি। 'অ্যানিম্যাল'ই প্রথম ভারতীয় ছবি, যা উত্তর আমেরিকায় প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করেছে। এমন ঘটনা হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে প্রথম বার ঘটল। এখন পর্যন্ত দ্রুততম ১০০০ কোটির নজির রয়েছে শাহরুখের 'পাঠান'-এর। সেই নজির ভাঙতে পারে কি না রণবীরের 'অ্যানিম্যাল', সেটাই দেখার।

অ্যানিমেল সিনেমায় রণবীর ও অনিল কাপুরকে বাবা-ছেলের ভূমিকায় দেখা যাবে। তাদের মধ্যকার জটিল সম্পর্কের রসায়নই এই সিনেমার মূল গল্প। এতে আরও অভিনয় করেছেন ববি দেওল, রাশমিকা, শক্তি কাপুর, প্রেম চোপড়া, সৌরভ সচদেব প্রমুখ।

অভিষেক অভিসার থেকে দূরেই যাচ্ছেন ঐশ্বরিয়া?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে হরহামেশাই। এবার নাকি আর টিকছে ঐশ্বরিয়া রায় আর অভিষেক বচ্চনের ঘর। ভাঙনের সুর নাকি স্পষ্ট। যদিও এই দুই বলিউড তারকা এখনো সে বিষয়ে মুখ খোলেননি। তারপরও বলিউড বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই জুটির মধ্যে ভাঙনের লক্ষণ পরিষ্কার। বিচ্ছেদটা এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র। বিচ্ছেদের গুঞ্জন নতুন মাত্রা পেয়েছে একটি ছবিতে। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে একটি ব্র্যান্ডের অনুষ্ঠানে দেখা যায় অভিষেককে। এই প্রথম অভিষেকের আঙুলে দেখা গেল না বিয়ের আংটি। ২০১৮ সালেও একবার রায়-বচ্চনের বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। তখন নিজেই টুইট করে অভিষেক জানিয়েছিলেন, খবরটি ভুয়া। গত ১ নভেম্বর ৫০-এ পা দিলেন ঐশ্বরিয়া। পুত্রবধূর জন্মদিনে তাঁকে নিয়েও কোনো পোস্ট করেননি অমিতাভ। মেয়ে আরাধ্যা বচ্চন ও মা বৃন্দা রায়কে নিয়ে নিজের ওই বিশেষ দিন উদ্‌যাপন করেছিলেন ঐশ্বরিয়া। পাশে অভিষেককেও দেখা যায়নি। কেবল দায়সারা ভাবেই শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছিলেন অভিষেক।

'টাইগ্রিনহো' বার্সায়

আসবেন কবে, জানাল পারানায়েন্সে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নতুন রোনালদো খ্যাত স্ট্রাইকার ভিটর রকির সঙ্গে চুক্তি করেছে বার্সেলোনা। শীতকালীন দলবদলের মৌসুমে তার কাতালান শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা। বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষ আলোচনাও করছিল। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে পরিষ্কার কোন ঘোষণা আসছিল না।

এবার রকির ব্রাজিলিয়ান ক্লাব অ্যাথলেটিকো পারানায়েন্সে জানিয়েছে, টাইগ্রিনহো ডাক নাম পাওয়া রকি শীতকালীন দলবদলের মৌসুমে অর্থাৎ জানুয়ারিতে ইউরোপে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করতে যাচ্ছে। পারানায়েন্সের জার্সিতে রকি শেষবার মাঠে নামতে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেছে ক্লাবটি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) অ্যাথলেটিকো পারানায়েন্সে কর্তৃপক্ষ লিখেছে, 'অ্যাথলেটিকো ভক্তদের সঙ্গে শেষবার দেখা। ইউরোপের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোর আগে সান্তোসের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে রকির লিগা অ্যারেনায় শেষ ম্যাচ।'

এর আগে স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম মার্কা জানিয়েছিল, রকির ক্যাম্প ন্যুতে যোগ দেওয়ার বিষয়ে বার্সেলোনা ও পারানায়েন্সে কর্তৃপক্ষ বৈঠক বসেছে। লা লিগা কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলেই রকির বার্সায় যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিতে চেয়েছিল তারা। তবে পারানায়েন্সের টুইটের অর্থ হলো, এরই মধ্যে লা লিগার সবুজ সংকেত পেয়ে গেছে বার্সা। তরুণ ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার রকির সঙ্গে বার্সেলোনা সাত বছরের চুক্তি করেছে। রকি বার্সায় যোগ দেওয়ার আগে ব্রাজিলিয়ান লিগে মৌসুমে ২১ গোল করেছেন। এর মধ্যে প্রায় ২ মাস গোড়ালির ইনজুরির কারণে খেলতে পারেননি তিনি। ব্রাজিলিয়ান সিরি আতে দারুণ মৌসুম কাটানোয় ক্যাম্প ন্যুতে আত্মবিশ্বাসী নিয়েই পা দেবেন রকি।

কোপা আমেরিকার ড্র কবে,

কোন পটে কারা?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী বছর জার্মানিতে বসবে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। শনিবার রাতে ওই আসরের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে স্পেন, ইতালি ও ক্রোয়েশিয়া 'বি' গ্রুপে পড়েছে। যেটাকে গ্রুপ অব ডেথ বলা হচ্ছে। এবার কোপা আমেরিকার ড্র'র অপেক্ষা। আগামী ৭ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে অনুষ্ঠিত হবে কোপা আমেরিকার ড্র। যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় কোপা আমেরিকার আসরে অংশ নেবে ১৬টি দল। এরই মধ্যে ১৪ দল আসরে জায়গা নিশ্চিত করেছে। প্লে অফ থেকে আসবে দুই দল। মোট ১৬ দলকে এরই মধ্যে চারটি পটে ভাগ করা হয়েছে। প্রাথমিক ড্রতে পট-১ এ আছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। কনকাকাফ অঞ্চলের সেরা দুই দল যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোকে রাখা হয়েছে প্রথম পটে। উরুগুয়ে ও কলম্বিয়াকে রাখা হয়েছে দুই নম্বর পটে। অর্থাৎ গ্রুপ পর্বে ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনাকে পেতে পারে উরুগুয়ে ও কলম্বিয়া। পট-১: আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো

পট ২: উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর ও পেরু

পট ৩: চিলি, পানামা, ভেনেজুয়েলা ও প্যারাগুয়ে

পট ৪: জামাইকা, বলিভিয়া ও প্লে অফ থেকে আসা দুই দল।

কোপা আমেরিকায় জায়গা পাওয়ার জন্য প্লে অফ খেলবে কনকাকাফ অঞ্চলের হন্ডুরাস, কানাডা, ত্রিনদাদ এন্ড টোবাগো এবং কোস্তারিকা। আগামী ২০ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত চলবে কোপা আমেরিকার আসর।

গোলের খাতা খুললেন এনজো, জয় চেলসির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজকে তার সমান ওজনে অর্থ খরচ করে কিনেছে চেলসি। ১২১ মিলিয়ন ইউরোর এই ফুটবলার গত শীতকালীন মৌসুমে ব্লুজদের জার্সি পরলেও গোল করতে পারেননি। চলতি মৌসুমেও লিগে গোল খরায় ছিলেন। অবশেষে প্রিমিয়ার লিগে নিজের ৩১তম ম্যাচে গোলের খাতা খুলেছেন তিনি। শুধু খাতা গোলেননি ব্রাইটন এন্ড হোব আলবিয়নের বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন বেনফিকা থেকে চেলসি যোগ দেওয়া এনজো। তার ডাবলে ঘরের মাঠ স্টামফোর্ড ব্রিজে ৩-২ গোলে জিতেছে চেলসি। লিগ টেবিলে সেরা দশে ঢুকেছে।

রোববার ম্যাচের ১৭তম মিনিটে গোল করেন এনজো ফার্নান্দেজ। দলকে ১-০ গোলে এগিয়ে নেন তিনি। চার মিনিট পরে চিলউইল গোল করে দলকে ২-০ গোলের লিড এনে দেন। প্রথমার্ধের ৪৩ মিনিটে এক গোল শোধ করে ব্রাইটন। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৫ মিনিটে দলকে ৩-১ গোলে এগিয়ে নেন এনজো ফার্নান্দেজ। তার পেনাল্টি থেকে করা গোলে বড় জয়ের পথে উঠে যায় চেলসি।

কিন্তু ম্যাচের যোগ করা সময়ে ব্রাইটনের তরুণ ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার জোয়াও পেদ্রো গোল করে দলের হারের ব্যবধান ছোট করেন। হারের পরও ব্রাইটন পয়েন্ট টেবিলে আটে আছে।

দুর্দান্ত কামব্যাকে

ফুলহ্যামকে বোকা বানাল লিভারপুল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শিরোপার লড়াইয়ে চলে আসা লিভারপুল ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে ফুলহ্যামের বিপক্ষে হারের শঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল। ম্যাচের ৮৬ মিনিট পর্যন্ত ৩-২ গোলে পিছিয়ে ছিল রেডসরা। সেখান থেকে দুর্দান্ত কামব্যাক করেছে জার্গেন ক্লপের দল। ফুলহ্যামকে বোকা বানিয়ে তুলে নিয়েছে ৪-৩ গোলের জয়।

রোববার অ্যানফিল্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ২০ মিনিটে লিড নেয় লিভারপুল। ফুলহ্যামের জার্মান গোলরক্ষক বার্নড লিনো আত্মঘাতী গোল খেয়ে বসেন। ৪ মিনিট পরেই ওই গোল শোধ করে দেয় ফুলহ্যাম। রেডসরা আবার লিডে ফেরে। ম্যাচের ৩৮ মিনিটে আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার ও লিভারপুলের নাম্বার টেন ম্যাক অ্যালিস্টার এগিয়ে নেন দলকে। কিন্তু লিড নিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করতে পারেনি লিভারপুল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ডাচ ফুটবলার কেনি তেতে ফুলহ্যামকে সমতায় ফেরান। ৮০ মিনিটে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে ১৪ লিগ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে তিনে শেষ করা লিভারপুল। সেখান থেকে কামব্যাক সূচক গোলটি করেন জাপানিজ মিডফিল্ডার ওটারু এনডো। তাকে দিয়ে গোল করান মোহামেদ সালাহ। এক মিনিট পরেই জয়সূচক গোল করেন ইংলিশ ডিফেন্ডার ট্রেন্ট অ্যালেক্সজান্ডার অরনাল্ড। তাকে গোল করান গ্রিক ডিফেন্ডার সিমিকাস। ওই গোলে পয়েন্ট হারানোর মুখ থেকে পূর্ণ তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে লিভারপুল।

পাকিস্তানে এসে বিদেশি কোচরা

লাড্ডু খাইয়ে বোকা বানাচ্ছে : ওয়াসিম আকরাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রিকেট দলের জন্য নিয়োগ পাওয়া বিদেশি কোচরা পাকিস্তানকে বোকা বানাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরাম। সর্বশেষ ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের হতাশাজনক পারফরমেন্সের সমালোচনা করতে গিয়ে এমন কথা বলেন তিনি। ওয়াসিম আকরামের মতে, পাকিস্তানের ব্যর্থতার জন্য বিদেশি কোচরাই দায়ী। তারা পাকিস্তানে এসে লাড্ডু খাইয়ে আমাদের বোকা বানাচ্ছে।

ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে দ্বিতীয়স্থানে থেকে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ শুরু করেছিল পাকিস্তান। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতেই বলেছিলেন পাকিস্তান সেমিফাইনাল খেলবে। কিন্তু বাজে পারফরমেন্সের কারণে সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি বাবর-রিজওয়ানরা।

৯ ম্যাচে ৪ জয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পঞ্চমস্থানে থেকে বিশ্বকাপ শেষ করে পাকিস্তান। ব্যর্থতার বিশ্বকাপ শেষে তিন ফরম্যাটের অধিনায়কত্ব ছাড়েন বাবর আজম। এরপর দলে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

প্রধান কোচ গ্রান্ট ব্র্যাডবার্ন এবং টিম ডিরেক্টর মিকি আর্থারকে সরিয়ে দেয় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সরিয়ে দেওয়ার আগেই বোলিং কোচের পদ ছাড়েন দক্ষিণ আফ্রিকার মরনে মরকেল।

বিশ্বকাপে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রায় পুরোটাই বিদেশি কোচ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে কোচিং স্টাফ প্যানেলে আর বিদেশি কোচ দেখতে চান না ওয়াসিম আকরাম।

ভারতের সংবাদমাধ্যম স্পোর্টসকিডাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আকরাম বলেন, 'আমাদের বিদেশি কোচরা সব সময় এখানে (পাকিস্তানে) থাকেন না। শুধু সিরিজের সময়ে আসেন তারা। এনসিএতে যাওয়া বা তরুণ খেলোয়াড় বা অন্যান্য কোচদের শেখানোর চেষ্টাই করেন না তারা। ব্যবস্থাপনা বা মানসিকতার দিকগুলো নিয়ে কাজ করেন না।'

বিদেশি কোচদের উপর ক্ষোভ ঝাড়তে গিয়ে ওয়াসিম আকরাম আরও বলেন, 'এতদিন আমাদের সবাইকে লাড্ডু খাইয়ে গেছেন তারা।'

পাকিস্তান দল সাফল্য না পেলে ক্রিকেটারদের দিকে আঙুলে তোলা হয় বলে অভিযোগ করেন ওয়াসিম আকরাম। তিনি বলেন, 'দল খারাপ খেললে, তখন সব দোষ ক্রিকেটারদের উপর দেওয়া হয়। তাদের বলির পাঁঠা করা হয়। যা মোটেও ঠিক নয়। দেশীয় কোচদের দায়িত্ব দিতে হবে। তারা দায়িত্ব নিলেই পাকিস্তান ক্রিকেটের ভালো হবে।'

বিশ্বকাপের পর এ মাসেই প্রথম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খেলতে নামবে পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়া সফরে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় চক্রে দ্বিতীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া।

বিদায়ের অপেক্ষায় ওয়ার্নার!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রঙিন পোশাকে এখনও রঙ ছড়ালেও সাদা পোশাকে ভাটা পড়েছে ডেভিড ওয়ার্নারের পারফরম্যান্সে। ২০২০ সালের পর থেকে তার টেস্ট ব্যাটিং গড় ত্রিশেরও নিচে।

টেস্ট ক্রিকেটে নিজের পারফরম্যান্স গ্রাফের এমন নিম্নমুখী গতি নিজেও টের পেয়েছেন ওয়ার্নার। তাইতো এই ফরম্যাট থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে রেখেছেন তিনি। আসন্ন পাকিস্তান সিরিজকেই নিজের ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট সিরিজ হিসেবে বেছে নিয়েছেন এই ওপেনার।

গত জুনে ওয়ার্নার জানিয়েছিলেন, 'টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ও অ্যাশেজে ভালো করে যদি পাকিস্তান সিরিজে সুযোগ পাই, তাহলে সেখানেই টেস্ট থেকে সরে দাঁড়াব। আমি একদম পাকাপাকি বলতে পারি (এরপর) ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ খেলব না।'

এবার সেই সুযোগটা করে দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। টেস্টে ওয়ার্নার ফর্মে না থাকলেও তাকে স্কোয়াডে রেখেছেন নির্বাচকরা।

১৪ ডিসেম্বর পার্থ টেস্ট দিয়ে শুরু হবে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। এরপর মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের (২৬ ডিসেম্বর) পর ৩ জানুয়ারি শুরু হবে সিডনি টেস্ট।

পার্থ টেস্টের স্কোয়াড-

ডেভিড ওয়ার্নার, উসমান খাজা, মারনাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ, ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ, অ্যালেক্স ক্যারি, প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলউড, স্কট বোলান্ড, ক্যামেরন গ্রিন ও ল্যান্স মরিস।

কবে অবসর নেবেন,

জানালেন ফরাসি তারকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বয়স হয়ে গেছে ৩৭। এখনও তরুণদের সঙ্গে সমানতালে লড়ে যাচ্ছেন ফ্রান্সের তারকা স্ট্রাইকার অলিভিয়ার জিরু। আরও কিছুদিন দেশের হয়ে খেলা চালিয়ে যেতে চান তিনি। এবার অবসরের দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী এই স্ট্রাইকার। আগামী জুন-জুলাইয়ে জার্মানিতে হতে যাওয়া ২০২৪ ইউরোতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে অবসর নিতে চান জিরু। চ্যাম্পিয়ন না হলেও বুট জোড়া তুলে রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

ইউরোর পর কেন অবসর নেবেন, সেটিও পরিষ্কার করেছেন ২০১৮ সালের বিশ্বজয়ী এই ফুটবল তারকা। কারণ, নিজের ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ইউরো শিরোপা জিততে পারেননি ৩৭ বছর বয়সী এই ফরাসি ফুটবলার। ইউরোপের সেরার ট্রফি একবার ছুঁয়ে দেখতে চান এই স্ট্রাইকার।

জিরু বলেন, 'আমি ইউরো শিরোপা মিস করছি। যদি আমরা এটি জিততে পারি, আমি খেলা থেকে অবসর নিয়ে নিব। যদি শেষ পর্যন্ত না জিততে পারি তবুও আমি অবসর নিব। আমি প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছি। আমি কিছু লোককে বলেছিলাম, যদি ২০২২ সালের বিশ্বকাপ জিততে পারতাম, তাহলেই আমি অবসর নিয়ে নিতাম। কিন্তু আমি দেশকে আরও শিরোপা জেতানোর জন্য মুখিয়ে আছি। আমার আশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। যদি এটি ভাল হয় তবে এটি সম্ভব হতে পারে।'

গতকাল হামবুর্গে ইউরোর ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। ড্রয়ে 'ডি' গ্রুপে পড়েছে ফ্রান্স। গ্রুপের বাকি তিন দলের দুটি হচ্ছে নেদারল্যান্ডস ও অস্ট্রিয়া। আর বাকি দলটি প্লে-অফে থেকে আসবে। নিজেদের গ্রুপ নিয়েও কথা বলেছেন জিরু। তিনি বলেন, 'নেদারল্যান্ডসকে আমরা খুব ভালো করেই চিনি। তাদের বিপক্ষে সব সময়ই ম্যাচ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়। আমরা গ্রুপ চূড়ান্তের অপেক্ষায় রয়েছি। কারণ ওয়েলস ও পোল্যান্ড সম্ভবত আমাদের সঙ্গী হতে পারে। তবে সম্ভবত সর্বশেষ ইউরোর চেয়ে একটু তুলনামূলক সহজ ড্র হয়েছে। অস্ট্রিয়ারও ভালো তরুণ খেলোয়াড় রয়েছে, যারা বড় ক্লাবে খেলছে। গ্রুপে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, কিন্তু এটা সহজ হবে না। বেশ ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হবে।'

২০১১ সালের যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ফ্রান্স দলের হয়ে অভিষেক হয় জিরুর। খেলেছেন দুটি বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ। ২০১৮ সালের বিশ্বজয়ী ফ্রান্স একাদশে খেলেছিলেন জিরু। এর পরের আসর কাতারে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিপক্ষেও খেলেছেন তিনি। জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত ৫৬টি গোল করেছেন জিরু। বর্তমানে ইতালির ক্লাব এসি মিলানের হয়ে খেলছেন এই ফরাসি স্ট্রাইকার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR